১১ স্টার বাহিনীর দখলে নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে পরিচিত উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর নিয়ন্ত্রণ করছে পেশাদার সন্ত্রাসী বাহিনী। স্থানীয়ভাবে এসব বাহিনী পরিচিতি পেয়েছে ইলেভেন স্টার বাহিনী নামে। নোয়াখালী নিয়ন্ত্রণ করছে কামাল বাহিনী, ফখরুল বাহিনী, সুনাম কমিশনার বাহিনী ও বাসার বাহিনী। আর লক্ষ্মীপুর নিয়ন্ত্রণ করছে জিসান বাহিনী, দিদার বাহিনী, বাবুল বাহিনী, সোলায়মান বাহিনী, কাশেম জিহাদী বাহিনী, লাদেন বাহিনী, মুন্না বাহিনী ও জলদস্যু মুন্সিয়া বাহিনী। সাম্প্রতিক সময়ে এসব বাহিনীর তৎপরতায় জননিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। ইতিমধ্যে প্রভাবশালী দুটি গোয়েন্দা সংস্থা বাহিনীগুলোর কর্মতৎপরতা নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে রিপোর্ট দিয়েছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, হত্যা, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ডাকাতি, ইয়াবা ব্যবসা, বালু ব্যবসা নিয়ন্ত্রণসহ জমি দখল, বাড়ি দখলের মতো অপরাধমূলক কর্মকা-ের সঙ্গে এসব বাহিনী জড়িত রয়েছে। স্থানীয় সাংসদ, রাজনীতিকদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এরা যা ইচ্ছা তাই করছে। তাদের বেপরোয়া কর্মকা- জনজীবন স্থবির হয়ে পড়লেও প্রশাসন এদের ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

নোয়াখালীর ত্রাস কামাল

নোয়াখালীর ত্রাস এখন কামাল বাহিনী। নোয়াখালী সদরের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. কামাল উদ্দিন কামাল পরিণত হয়েছে মূর্তিমান আতঙ্কে। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এলে সদরের সাংসদ একরামুল কবীর চৌধুরীর দৃষ্টিতে পড়েন কামাল। মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে বাস হেলপার থেকে কোটিপতি বনে যান তিনি। এসএসসির গ-ি পার না হতে পারা কামাল এখন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, মাদক ব্যবসা, ইয়াবা ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অটোরিকশা ও ইট-পাথরের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, এ বাহিনী শহরের সিএনজি স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি সিএনজি থেকে সার্ভিস চার্জের নামে ৫ টাকা করে আদায় করে। আপ ও ডাউনে দিতে হয় ১০ টাকা। এখানে ৫ শ সিএনজি রয়েছে। দিনে সেগুলো ১০ বার আপ-ডাউন করে। প্রতিদিন চাঁদা আদায় হয় ৫০ হাজার টাকা। মাদক ব্যবসা ও ইয়াবা ব্যবসা থেকে প্রতিদিন আদায় হয় ২ লাখ টাকা। এ বাহিনীর সক্রিয় সদস্যরা হলেন সাজু, রিংকু, রাহী, মানু, সালু, দীনার, রাশেদ। কামাল বাহিনী ছাড়াও নোয়াখালীতে তৎপর রয়েছে সুনাম বাহিনী ও ফখরুল বাহিনী। টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে এ দুই বাহিনী প্রধান। তারা দুজনই সাংসদ একরামুল কবীর চৌধুরীর ডান ও বাম হাত হিসেবে পরিচিত। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের ত্রাস আবুল বাসার মেম্বার। এলাকায় পরিচিত বাসার বাহিনী হিসেবে। এ বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সোহাগ এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে পরিচিত। চাঁদাবাজি, জমি দখল, বাড়ি দখল, মাদক ব্যবসা ও বালু ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে এ বাহিনীর সদস্যরা। এ বাহিনীর অস্ত্রধারী ক্যাডার হলো রুবেল, আজাদ, দিপু, ফরহাদ ও নিজাম। এসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা থাকলেও পুলিশ এদের কিছুই বলে না। জানা যায়, সাবেক যুবদল সভাপতি বরকতউল্লা বুলুর ডান হাত হিসেবে পরিচিত এ বাসার ঢাকায় থেকেই তার বাহিনী পরিচালনা করে।

লক্ষ্মীপুরে যা হচ্ছে

উপকূলীয় জেলা লক্ষ্মীপুরে সন্ত্রাস চলছে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। এখানে সন্ত্রাসীরা সব সময় সরকারি দলের আশীর্বাদ পেয়ে থাকে। আওয়ামী লীগের সময় একেএম তাহের ও বিএনপির সময়ে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। রাজনৈতিক নেতাদের শেল্টার থাকায় এখানে সন্ত্রাসীরা সব সময় বেপরোয়া থাকে। এরা কখনো আওয়ামী লীগ আবার কখনো বিএনপির ছাতা ব্যবহার করে। লক্ষ্মীপুরে সোলেমান উদ্দিন জিসান ওরফে জিসান বাহিনী, দিদার বাহিনী এবং বাবুল বাহিনী এক সময় নিয়ন্ত্রণ করতেন সাবেক এমপি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে জিসান বাহিনীকে শেল্টার দিচ্ছেন লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ সেলিম হোসেন ওরফে নিশাত সেলিম। দিদার বাহিনীকে আশ্রয় দেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতা কামালউদ্দিন ওরফে বাবুল চেয়ারম্যান। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বাবুল মাঝিও এ বাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। লক্ষ্মীপুরের আলোচিত হত্যাকা-– অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার অন্যতম আসামি কাশেম জিহাদী গড়ে তুলেছে জিহাদ বাহিনী। এক সময় জিহাদ জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও এখন সে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র আবু তাহেরের ঘনিষ্ঠ লোক। সোলেমান উদ্দিন জিসান বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরীর ডান হাত। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও সাম্প্রতিক সময়ে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার এই সক্রিয়তার পেছনে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নিশাত সেলিমের আশীর্বাদ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দিদার বাহিনী প্রধান দিদারুল আলম, মুন্না বাহিনী প্রধান মোসলেম উদ্দিন মুন্না, বাবুল বাহিনী প্রধান আসাদুজ্জামান বাবুল ক্রসফায়ারে মারা গেলেও তার বাহিনীর সদস্যরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

নোয়াখালীর সন্ত্রাস নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. একরামুল কবীর চৌধুরী এমপি বলেন, আমি কোনো বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করি না। কামাল, ফখরুল ও কমিশনার সুনাম দলীয় লোক। তারা সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করেছে কিনা তা আমার জানা নেই। সন্ত্রাস করে কেউ পার পাবে না। দলীয় লোক হলেও কোনো ছাড় দেয়া হবে না। অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র আবু তাহের বলেন, প্রশাসন ইচ্ছা করলেই এসব বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কেন তারা ব্যবস্থা নেয় না সেটা আমারও প্রশ্ন। আমি কোনো সন্ত্রাসী বাহিনীকে প্রশ্রয় দিই না। ■